ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 159 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১৫ ● কলকাতা ● ০৭ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বিএলওকে খুনের 'হুমকি', গ্রেপ্তার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের শিরনামে সন্দেশখালি। বিএলওকে খুনের হুমকি ও তাঁর বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন বিএলও। তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।বিএলও দীপক মাহাতোর অভিযোগ, তাঁর বুথ থেকে মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তিনি। তাতেই রেগে যান ওই তৃণমূল নেতা। তাঁকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। একটি অডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে হুমকি দিতে শোনা গিয়েছে। (যদিও অডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল)। ঘটনার পর নির্বাচন কমিশনে বিষয়টি জানান, আতঙ্কিত বিএলও দীপক। তাঁকে থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক থানায় অভিযোগ জানাতেই পুলিশ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বয়ারমারী এক নম্বর অঞ্চলের ৩ নম্বর বুথের বিএলওর দায়িত্ব

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 122

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এই বলে তিনি তাঁর ডান হাতের পাঞ্জা পুতে মির উপর রাখেন ও চোখ বন্ধ করে চিত্ত একাগ্র করে। করতে বলেন। তখন সত্যিসত্যিই প্রথমে আ অনুভব হয়েছে, পরে পৃথিবীর ভিতর চলা করেছি। পৃথিবীর নীচে কোন স্তর সরে বাং সরে যাচ্ছে, তা জানতে পারলাম এবং খুব শান্ত স্পন্দন অনুভব নামাকেও মন দিকে "এইভাবে এখন তোমাকে যেরকম আদকেরালাম, এরকম যখন আমরা জীবনে অনুভব করি, তখন আমাদের চিত্ত প্রকৃতিময় হয়ে যায়।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

নতুন শ্রম আইন শ্রমিক বিরোধী, দেশব্যাপী প্রতিবাদ শুরু করবেন: শর্মা

এম.কে. মধুবালা, সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫: লোক সমাজ পার্টির জাতীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট গৌরী শঙ্কর শর্মা আজ বলেছেন যে নতুন শ্রম আইন শ্রমিক বিরোধী এবং এর বিরুদ্ধে ১৪ ডিসেম্বর থেকে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করা হবে। বেসরকারীকরণ এবং ঠিকাদারিকরণের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে দল কর্তৃক আয়োজিত এক বিক্ষোভে ভাষণ দিচ্ছিলেন শ্রী শর্মা। তিনি বলেন যে নতুন শ্রম আইন শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি আঘাত, এবং তাই, সকল সমমনা দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করা উচিত। জাতীয় সাধারণ সম্পাদক বচন সিং কারাউটিয়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী শর্মা অভিযোগ করেন যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং সামাজিক সম্প্রীতি শেষ হয়ে গেছে, যা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি। তিনি বলেন যে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে সকলকে রাস্তায় নামানো উচিত।

হাইকোর্টে বিচারক নিয়োগের জন্য জাতীয় স্তরের পরীক্ষার দাবিতে বছরের পর বছর ধরে লড়াই করে আসা মিঃ শর্মা বলেন, "মহামান্য রাষ্ট্রপতিও এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এটি আমাদের প্রথম বিজয়। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

হাতজোড় করছি ফিরে যাও.. নয়ত তুলে ফেলার ব্যবস্থা করব': সুকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর নিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের ফের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর আশ্বাস, কোনও ভারতীয় মুসলমানের নাম এসআইআর থেকে বাদ যাবে না। তবে বাংলাদেশি মুসলমানদের জায়গা হলে না এ দেশে বলে গ্যারান্টি দিয়েছেন তিনি। কী বলেছেন সুকান্ত? সুকান্ত মজুমদার বলেন, "এরা ভারতের নাগরিক। তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "সিএএ-টা

এরপর ৪ পাতায়

হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার শিলিগুড়ির নিখোঁজ ৩ স্কুলছাত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে শিলিগুড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল তিন স্কুলছাত্রী। ঘটনার তিনদিন পর তাদের উদ্ধার করা হল। হাওড়া স্টেশনে গতকাল, শনিবার ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ উদ্ধার করে এনজেপি নিয়ে আসে।হাওড়া স্টেশনে ওই তিন নাবালিকাকে দেখা গিয়েছে বলে জানা যায়। সেই তথ্য পাওয়ার পরেই শিলিগুড়ির পুলিশ হাওড়া পৌঁছয়। ওই তিন ছাত্রীকে হাওড়া স্টেশন থেকে উদ্ধার করা হয়। ট্রেনে করে ওই তিন নাবালিকাকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। প্রধাননগর থানায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে ওই তিন

ছাত্রী হাওড়া গেল? তাদের কি ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? সেই প্রশ্ন উঠেছে। যদিও তিন নাবালিকা জানিয়েছে, নিজেরাই হাওড়া চলে গিয়েছিল! কিন্তু সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। সামাজিক মাধ্যমে ওই তিন নাবালিকা যথেষ্ট অ্যাক্টিভ বলে খবর। সেই থেকেই কারও সঙ্গে দেখা করার জন্য তারা হাওড়া চলে যায়? মাঝের দিনগুলিতে নাবালিকারা কোথায় ছিল? সেসব তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।রবিবার সকালে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে গত ১৯ তারিখ ওই তিন নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল তিন নাবালিকা। কিন্তু তারা সেই পার্টিতে যায়নি! ঘটনা জানাজানি হতে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। শিলিগুড়িতে ওই ঘটনার দিন কয়েক আগেও তিন স্কুলছাত্রীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তাহলে কি এই তিন স্কুলছাত্রীও পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েছে? সেই আশঙ্কা করা হয়। হরের একটি অংশের সিসিটিভিতে ওই তিনজনকে দেখা গিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার থানা, রেল স্টেশনেও ছাত্রীদের নিখোঁজ হওয়ার তথ্য ও ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে খবর।

(১ম পাতার পর)

বিএলওকে খুনের 'হুমকি', গ্রেপ্তার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

পেয়েছেন দীপক মাহাতো।তাঁর অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূলে নেতা জামিরুল ইসলাম মোল্লা তাঁকে খুনের হুমকি দেন। তিনি আবার স্থানীয় অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি বিএলওর। খুনের পাশাপাশি বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। এই জামিরুল জেলবন্দি সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' শেখ শাহজাহানের অনুগামী বলে পরিচত। কিন্তু কেন হুমকি?

বিএলওকে খুনের 'হুমকি', গ্রেপ্তার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

ময়নাগুড়ির পৌরসভার নবনিযুক্ত ভাইস চেয়ারম্যান ঝুলন সান্যাল। মাছ বাজার পরিদর্শন করেন। মাছ বাজারের পাশেই নোংরা আবর্জনা ফেলে রাখার ফলে দুর্গন্ধর আতর ঘরে পরিণত হয়েছে। মাছ ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট স্থানে নোংরা আবর্জনা ফেলতে পারে। তাদের সাথে কথা বলেন। মাছ বাজার ঘুরে দেখেন নোংরা আবর্জনা রয়েছে । ময়নাগুড়ি শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রত্যেকটা নাগরিক বা ব্যবসায়ীদের কর্তব্য। যাতে কোন ব্যবসায়ী নোংরা আবর্জনা বা থার্মোকল নদীর ধারে না ফেলে তারই পরামর্শ দান ব্যবসায়ীদের। নোংরা আবর্জনা ফেলার জায়গা সংস্কার করা হবে। বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষ দুর্গন্ধের অসুবিধা না পড়ে। বাজার করতে আসা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কর্তব্য। ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার মাছ ব্যবসায়ীর বাজার দুর্গন্ধের ভরে গেছে। মাছ ব্যবসায়ীদের বলেন, যাতে নোংরা আবর্জনা বা থার্মোকল না খেলায় এই নির্দেশ দেন ভাইস চেয়ারম্যান।

কাটা বাঁধে রাস্তা বন্ধ, চাঁদা তুলে ভাসমান ফুটব্রিজ গড়লেন ভূতনীর যুবকেরা

পার্থ ঝা,রোজদিন,মালদা

প্রশাসনের উপর আস্থা প্রায় হারিয়ে ফেলে অবশেষে নিজস্ব উদ্যোগেই ভাসমান অস্থায়ী ফুটব্রিজ গড়ে তুলছেন মালদার মানিকচক ব্লকের ভূতনীর একদল তরুণ। প্রায় চার মাস ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত বিচ্ছিন্ন থাকার পর এই যুবকদের উদ্যোগে স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বও ভূতনীর এই উদ্যোগী যুবকদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যদিও ফুটব্রিজ তৈরিকে কেন্দ্র করে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজাও চরমে উঠেছে।উল্লেখ্য, মানিকচক ব্লকের ভূতনীর দক্ষিণ চন্ডীপুরের কাটা বাঁধ এলাকায় প্রায় এক বছর আগে সেচ দপ্তরের উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁধসহ চলাচলের রাস্তা নির্মাণ হয়। কিন্তু বছর ঘোরার আগেই চলতি বছরের আগস্ট মাসে ফুলহর নদীর জোর স্রোতে সেই বাঁধ ও রাস্তা ভেঙে যায়। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়া বাঁধের ফলে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে সমগ্র ভূতনী এলাকা। দুই মাস পর বন্যার জল নামলেও কাটা বাঁধের অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।বন্যার পরপরই প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে এসে দ্রুত বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আশ্বাস দেন। কিন্তু সেই আশ্বাস বাস্তবের মাটিতে নেমে আসেনি। চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ চন্ডীপুরে নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। জরুরি যাতায়াতের জন্য প্রশাসনের দেওয়া মাত্র দুটি নৌকায় ভরসা করেই দুর্ভোগ সহ্য করে দিন কাটছিল ভূতনীবাসীদের। এই পটভূমিতেই প্রশাসনের উপর

এরপর ৬ পাতায়

চাকরির টোপে সরকারি জাল নথি–প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার সিভিক ভলেন্টিয়ার, চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রামে

অরূপ ঘোষ: ঝাড়গ্রাম

জেলা পরিষদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা — গ্রেফতার সিভিক ভলেন্টিয়ার, জাল নথি–ভুয়ো নিয়োগপত্রে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ।

সরকারি নথি জাল করে জেলা পরিষদে গ্রুপ–ডি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে দেড় লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন জাম্বনী থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার দিপেন্দু পাল। শনিবার রাত্রে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারকে জামবনি থানা পুলিশ গ্রেফতার করে রবিবার দুপুরে তাঁকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক চার দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, ডেবরা থানার লোয়াদা গ্রামের মানখণ্ড এলাকার বাসিন্দা অমিত কল পথশ্রী প্রকল্পে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতে মার্চ মাসে জামবনি থানার মুড়াকাটি গ্রামে আসেন। সেখানে নীলকান্ত পালের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি। বাড়িওয়ালার ছেলে দিপেন্দু পাল— যিনি জামবনি থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার— অমিতকে জানান যে তাঁর স্ত্রী পিঙ্কি মিদ্যা কলকে জেলা পরিষদে গ্রুপ–ডি পদে চাকরি পাইয়ে দিতে পারবেন। অভিযোগ, দিপেন্দু ও তার সহযোগীরা প্রথমে সরকারি "কানেকশন" ও বিভিন্ন জাল নথি দেখিয়ে চাকরি নিশ্চিত হওয়ার আশ্বাস দেয়। এরপর দেড় লক্ষ টাকা দাবি করে। ১৪ মার্চ কল দম্পতি দিপেন্দুকে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দেন। শীর্ষ সরকারি দফতরের নামে জাল করা বিভিন্ন কাগজ দেখিয়ে আরও বিশ্বাস অর্জন করে প্রতারক চক্র।তারপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

একই নামে রাজ্যের ৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার 'মায়া'

ভোটার তালিকায় গরমিলের অভিযোগ নতুন নয়। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে এসআইআর। ভোটার তালিকায় সংশোধনের সময়ে ঘটছে চাঞ্চল্যকর সব ঘটনা। একই ব্যক্তির নাম রয়েছে বিভিন্ন জায়গার ভোটার তালিকায়। সেই ছবিই এবার ধরা পড়ল পশ্চিমবঙ্গে। এক মায়ারানির নাম রয়েছে রাজ্যের ৪৪টি জায়গায়। কোথায় মায়ারানি রায়, কোথাও মায়ারানি মুর, কোথাও মায়ারানি প্রামাণিক, কোথায় মায়ারানি নাইয়া, আবার কোথাও মায়ারানি নাইয়া।পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি যদিও এই এই বিষয়ে প্রৌঢ়াকে দোষ দিতে রাজি নন। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন, ভোটের রাজনীতির স্বার্থে মায়ারানির মতো আরও অনেক 'অসহায় মানুষের' নাম এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি রবিন পালও জানিয়েছেন এই অভিযোগ গুরুতর। কমিশন দ্রুত তদন্ত করুক। কে বা কারা এমন চক্র চালাচ্ছে, তা খুঁজে বার করা হোক বলে দাবি তুলেছেন তিনি।নাম মায়া তবে বিভিন্ন জেলায় তাঁর পদবি আলাদা।

BLO মায়ারানির এনিউমারেশন ফর্ম নিয়ে গয়েছিলেন তাঁর বাড়ি। মায়ারানি গোস্বামী পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ডিভিসি পাড়ার বাসিন্দা। তাঁর ফর্মে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করতেই চক্ষু চড়ক গাছে BLO-এর। কারণ BLO কিউআর কোড স্ক্যান করতেই দেখতে পেলেন মায়ারানি গোস্বামীর নাম রয়েছে রাজ্যের ৪৪টি জায়গার ভোটার তালিকায়। বাঁকুড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান, দক্ষিণ দিনাজপুর কোথায় না নাম নেই তাঁর। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বয়সও কম দেখানোর অভিযোগও রয়েছে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাসিন্দা মায়ারানির স্বামী গৌর গোস্বামী। তাঁর মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগে। একাধিক জায়গায় ভোটার তালিকায় মায়ারানির নামের পাশে তাঁর স্বামীর নামও রয়েছে। অন্যদিকে নামের পাশে ব্যবহার করা হয়েছে একাদিক পদবি। তবে ৪৪ কেন্দ্রে কীভাবে তার নাম উঠল তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এই বিষয় নিয়ে একে ওপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে তৃণমূল ও বিজেপি। তবে কীভাবে নিজের নাম রাজ্যের ৪৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উঠল তা বুঝেই উঠতে পারছেন না ৪৭ নম্বর বুথের ভোটার মায়ারানি। জানা গিয়েছে, বাড়ি বাড়ি রান্নার কাজ করেন এই মহিলা। ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তিনি তো কিছুই জানি না। শুরু থেকে তিনি বৈদ্যনাথপুর স্কুলে ভোট দেন। তাঁর বক্তব্য, "এসআইআরের ফর্ম পাড়ার সবাই পূরণ করেছে। আমিও করেছি। তার পর জনে জনে আমাকে এসে প্রশ্ন করছেন। তবে অনেকেই বলেছেন, আমার কোনও ভয় নেই।"

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পনেরোতম পর্ব)

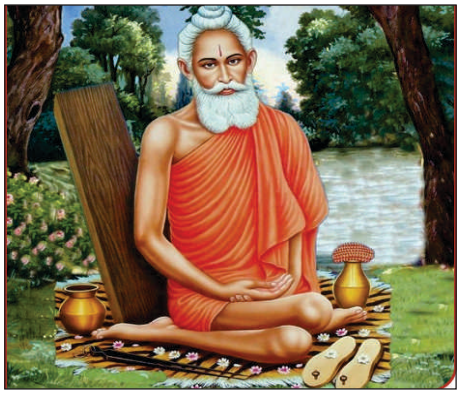

পরিবার; তারা বাবাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাবা থাকার জায়গা বেছে নেন; ছাওয়াল বাঘিনীর নদীর পাড়ের শ্মশানভূমি।ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই শ্মশানভূমি। দিনের বেলায় গ্রামের মানুষ যেতে ভয় পেত। এইখানেই বাবা নিজ হাতে নিজের জন্য তৈরি করেন কুটির। যা আজ সারা বিশ্বের বাবা লোকনাথ ভক্তদের কাছে;

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

হাতজোড় করছি ফিরে যাও.. নয়ত তুলে ফেলার ব্যবস্থা করব': সুকান্ত

খুড়োর কল। অসমে সাড়ে তেরো লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হিন্দু বাঙালি। এই যে বারবার বলছে, সিএএ করলে সকলে নাগরিকত্ব পাবে সেই কথাটাই মিথ্যা কথা। দ্বিতীয় কথা ওরা বলছেন ভারতের মুসলিমদের ভয় নেই। আমরাও বলছি, কোনও বৈধ ভোটারের ভয় নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যতদিন আছে ততদিন কোনও বৈধ ভোটারের ভয়।"সে হিন্দু হোক বা মুসলিম হতে পারে আমাদের ভোট দেয় না। কিন্তু তারও ভোটার লিস্টে নাম থাকবে, আর সেই দায়িত্ব বিজেপি নেবে।" তাহলে কাদের নাম থাকবে না? বিজেপি নেতা বলেন, "কিন্তু কেউ যদি বলে আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। তুমি যদি হিন্দু হও তোমার জন্য নরেন্দ্র মোদীর সরকার সিএএ আইন পাশ করেছে তার মাধ্যমে তোমায় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

তোমার ভারতের ভোটার লিস্টে নাম উঠবে।" তারপর সুকান্ত বলেন, "আর যদি বাংলাদেশি মুসলমান হয়ে তুমি এপারে আসো, আর বলো যে একটু বেশি রোজগারের জন্য এসেছি। বাবা হাতজোড় করছি ফিরে যাও। হয় ফিরে যাবে নয়ত তুলে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দুইটি হাতে বজ্র ও ঘণ্টা ধারণ করিয়া অঙ্গুলি জড়াইয়া বজ্রহুঙ্কার-মুদ্রা প্রদর্শন করেন। এই বিশেষ মুদ্রা হইতেই দেবতার নাম বজ্রহুঙ্কার। ইনি প্রত্যালীঢ় পদে ভৈরবকে পদদলিত করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অকুপেশনাল সেফটি, হেলথ অ্যান্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন কোড, ২০২০

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫

(দ্বিতীয় পর্ব)

বিবরণ উল্লেখ থাকবে।

এই বিধান কর্মসংস্থান, মজুরি, পদবি এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে কর্মচারীদের উপকার করবে। এটি মজুরি, কাজের ঘণ্টা বা চাকরির প্রত্যাশা সংক্রান্ত কোনো বিরোধ বা ভুল বোঝাবুঝি এড়াতেও সহায়তা করবে।

2. বিনামূল্যে বার্ষিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা: প্রতিটি কর্মচারী বছরে একবার বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা পাবেন। এটি রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্তকরণে সহায়তা করে, কর্মীদের চিকিৎসা ব্যয় কমায় এবং একটি সুস্থ কর্মীবাহিনী নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা বাড়ায় এবং দীর্ঘমেয়াদি পেশাগত ঝুঁকি হ্রাস করে। শিল্পক্ষেত্রও কম অনুপস্থিতি এবং বেশি উৎপাদনশীলতার সুবিধা পায়।

3. সেফটি কমিটি : যে সকল কারখানায় ৫০০ বা তার বেশি কর্মী নিযুক্ত রয়েছে, যে নিয়োগকর্তা ২৫০ বা তার বেশি বিল্ডিং ও আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স (BOCW) নিযুক্ত করেন এবং যে নিয়োগকর্তা ১০০ বা তার বেশি খনি শ্রমিক নিযুক্ত করেন, তাদের ক্ষেত্রে একটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি গঠন করতে হবে, যা নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে। শ্রমিকদের কণ্ঠস্বর এবং কর্মস্থলে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণকে এটি আরও শক্তিশালী করে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শ্রমিকদের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে তাদের ক্ষমতায়িত করে, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা বাড়ায়, দুর্ঘটনা কমায় এবং যৌথ দায়িত্ববোধের একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

৪. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠানের সার্বজনীন আওতা: এই কোড শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কল্যাণের বিধান সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছে, যা পূর্বে মাত্র সাতটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা কারখানা, খনি, চা-বাগান/প্ল্যানটেশন, বিড়ি-সিগার, ডক ওয়ার্কার, BOCW এবং মোটর পরিবহন।

৫. বেতনের সাথে বার্ষিক ছুটি: কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকরা একটি ক্যালেন্ডার বছরে ১৮০ দিন বা তার বেশি কাজ করলে বেতনের সাথে ছুটির অধিকারী হবেন, যেখানে আগে ২৪০ দিন কাজ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ২৪০ দিন থেকে ১৮০ দিনে যোগ্যতার সংকোচন এবং কর্মঘণ্টার নমনীয়তা আরও বেশি শ্রমিককে বেতনের ছুটির আওতায় আনে। বেতন-সহ ছুটি বিশ্রাম ও পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করে, যা উৎপাদনশীলতা ও কাজের সন্তুষ্টি বাড়ায়।

৬. চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক- কল্যাণ ও মজুরি: কোড চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ কল্যাণমূলক সুবিধা প্রদানে মূল নিয়োগকর্তার উপর দায়িত্ব আরোপ করেছে। যদি ঠিকাদার মজুরি প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে মূল নিয়োগকর্তাকেই চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের অনাদায়ী মজুরি পরিশোধ করতে হবে। এর ফলে শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি পান এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকরাও সমমানের নিরাপত্তা মান পেয়ে থাকে।

৭. আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক: আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিকের সংজ্ঞা সম্প্রসারিত করে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত, ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত শ্রমিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক আন্তঃরাজ্য অভিবাসী শ্রমিক বছরে একবার যাতায়াত ভাতার অধিকারী হবেন, যা নিয়োগকর্তাকে প্রদান করতে হবে। কোডে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য টোল-ফ্রি হেল্পলাইনের ব্যবস্থাও রয়েছে। অভিবাসী নির্মাণ শ্রমিকরা BOCW সেস ফান্ড এবং PDS রেশনের সুবিধার পোর্টেবিলিটিও পাবেন।

৮. অডিও-ভিজ্যুয়াল কর্মীর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে এবং এখন এর মধ্যে ডিজিটাল/অডিও-ভিজ্যুয়াল কর্মী, ডাবিং শিল্পী, স্টান্ট পারফর্মারদের অন্তর্ভুক্ত করা

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসী	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

তালিবান বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে হামলা পাক সেনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হিংসা জর্জর এবং সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানে ফের বইল রক্তস্রোত। নিষিদ্ধ বিদ্রোহী সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবানের (টিটিপি) সঙ্গে পাক সেনার গুলির লড়াইয়ে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সকলেই টিটিপি সদস্য বলে দাবি সেনার।গত জুন মাসে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় একটি ফিঁদায়ে হামলা হয়। সেখানে মৃত্যু হয় ১৬ জন জওয়ানের। এমনকী এই অঞ্চলে বোমা ফেলে হত্যা করা হয় ৩০ জন সাধারণ নাগরিককে। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, পরিস্থিতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে যে কোনওদিন ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হতে পারে পাকিস্তানে।পাক সেনার তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পাখতুনখোয়ার বানু প্রদেশের শেরি খেল এবং পাক্কা পাহাড় খেল এলাকায় অভিযান চালায় সেনা।বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ঘিরে ফেলে এলোপাথাড়ি গুলি চালানো শুরু করে আসিম মুনিরের বাহিনী। আচমকা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে বিদ্রোহীরা। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর অবশেষে মৃত্যু হয় ১৭ জন টিটিপি সদস্যের। অভিযানে এক বিদ্রোহীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে খবর। একইসঙ্গে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্রসস্ত্র এবং বিস্ফোরক।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথাব্যাথার অন্যতম বড় কারণ এই আফগানিস্তানের মদতপুষ্ট টিটিপি। খাইবার পাখতুনখোয়া, বালুচিস্তান-সহ পাক-আফগান সীমান্ত এদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের। যার জেরে এইসব অঞ্চল থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। দফায় দফায় এখানে সেনার বিরুদ্ধে অভিযান চালায় বিদ্রোহীরা।

(৩ পাতার পর)

চাকরির টোপে সরকারি জাল নথি–প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার সিভিক ভলেন্টিয়ার, চাঞ্চল্য ঝাড়গ্রামে

সরকারি মেল আইডি নকল করে পিঙ্কি মিদ্যা কলের ব্যক্তিগত মেলে পাঠানো হয় ইন্টারভিউ কল লেটার। ২০ মার্চ দিপেন্দু সহ কয়েকজন কল দম্পতিকে নিয়ে যায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে। সেখানে ঘোরাঘুরি করিয়ে সরকারি লোগো ও দপ্তরের প্যাডে ছাপা ভুয়ো নিয়োগপত্র দেখানো হয়।

এরপর আরও টাকা দাবি করলে ২৭ মার্চ সাবিনা বিশ্বাস নামে এক সহযোগীর অ্যাকাউন্টে আরও ১৩ হাজার টাকা পাঠাতে বাধ্য হন কল দম্পতি।

সবশেষে ওই ভুয়ো নথি নিয়ে মেদিনীপুর জেলা পরিষদে হাজির হলে বিস্ময়ে হতবাক হন তাঁরা—পুরো ঘটনাই প্রতারণা। সরকারি দপ্তর জানিয়ে দেয়, এই ধরনের নিয়োগপত্র সম্পূর্ণ জাল এবং কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়াই চলছিল না।এরপরই জামবনি থানায় লিখিত অভিযোগে সিভিক ভলেন্টিয়ার কে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দিপেন্দু পালের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জাল নথি তৈরি এবং সরকারি সংস্থার পরিচয় ভুয়োভাবে ব্যবহার করার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। রবিবার অর্থাৎ আজ ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তকে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিপেন্দু পাল দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত। একাধিক জায়গায় ভুয়ো নিয়োগপত্র, নকল সিল-স্ট্যাম্প এবং সরকারি লোগো ব্যবহার করে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা জানতে দিপেন্দুকে জেরা করছে তদন্তকারী দল। সম্ভাব্য অন্যান্য সহযোগীদের খোঁজে অভিযানও শুরু হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

কাটা বাঁধে রাস্তা বন্ধ, চাঁদা তুলে ভাসমান ফুটব্রিজ গড়লেন ভূতনীর যুবকেরা

আস্থা হারিয়ে এলাকার একদল উদ্যমী যুবক নিজ উদ্যোগে কাটা বাঁধের জলের উপর অস্থায়ী ভাসমান ফুটব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা জোগাড় করে প্লাস্টিকের খালি ড্রাম, লোহার রড ও বাঁশ কিনে দ্রুতগতিতে ফুটব্রিজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তারা। প্রায় শেষ পর্যায়ে এই কাজ, স্থানীয় সূত্রে খবর, দু-চার দিনের মধ্যেই পথচারী, সাইকেল আরোহী ও মোটর সাইকেল আরোহীরা এই ব্রিজ ব্যবহার করতে পারবেন।ভূতনীর যুবকদের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মন্ডল। একই সঙ্গে তিনি এই ঘটনাকে প্রশাসনিক ব্যর্থতার জ্বলন্ত উদাহরণ বলে কটাক্ষ করেছেন রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে। তবে জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর পাল্টা বক্তব্য, ভূতনীর দক্ষিণ চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপি পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ মানুষের দুর্ভোগ দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। তার দাবি, "এর জবাব ভূতনীর মানুষ আগামী দিনে ভোটের মাধ্যমেই দেবেন।" রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝেও ভূতনীবাসীর আশা, অন্তত এই ভাসমান ফুটব্রিজ কিছুটা হলেও স্বস্তির পথ খুলে দেবে।

সিনেমার খবর

‘গোপন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট’ নিয়ে যা বললেন রণবীর কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর নিজেকে সবসময় আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন। তাই সামাজিক মাধ্যমে তার কোনো অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট নেই। তবে এবার জানা গেল অভিনেতার রয়েছে এক গোপন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট, যার কথা নিজেই ফাঁস করে দিলেন তিনি।

সম্প্রতি দুবাইয়ে এক লাক্সারি রিয়েল এস্টেট প্রজেক্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্ত্রী অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন রণবীর কাপুর। দুজনেই ছিলেন জমকালো পোশাকে। রণবীর কাপুর পরেছিলেন নেভি ব্লু স্যুট, আর আলিয়া ভাট ঝলমল করছিলেন সোনালি গাউনে। দুজনে একসঙ্গে নেচেছেন ‘ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’ সিনেমার জনপ্রিয় গান ‘বদতমিজ দিল’-এ। এ ছাড়া সেখানেই ‘গোপন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট’ নিয়ে কথা বলেন রণবীর কাপুর।

এ অভিনেতা বলেন, আমি অফিসিয়ালি ইনস্টাগ্রামে নেই। তবে একটা ফিনস্টা অ্যাকাউন্ট আছে, যেটি কেউ জানে না। পৃথিবীতে অনেক অসাধারণ মানুষ আছেন, যাদের কাজ আমি গোপনে ফলো করি।

কিন্তু অফিসিয়ালি ইনস্টাগ্রামে থাকলে নিজের জীবন সবার সামনে তুলে ধরার একটা দায় তৈরি হয়, যা আমি কখনোই চাই না। আমার সিনেমাই আমার আসল প্ল্যাটফর্ম। আমি সেখানে নিজেকে দেখাতে চাই—ইনস্টাগ্রামে নয় বলে জানান রণবীর কাপুর।

রণবীর কাপুর স্বীকার করেছেন, তার এই ‘ফিনস্টা’য় কোনো ফলোয়ার নেই। এমনকি স্ত্রী আলিয়া ভাটকেও ফলো করতে দেন না। মজার ছলে আলিয়া বলেন, ও আমাকে পর্যন্ত ফলো করতে দেয় না। ওর ওই অ্যাকাউন্টে মোটে দুটো রিল আছে। যেটি ও আর দুজন ছাড়া কেউ দেখবে না। রণবীর বলেন, ও যদি আমার ওই অ্যাকাউন্ট ফলো করে, তবে সবাই জেনে যাবে সেটি আমার।

ক্যাটরিনার সঙ্গে পরিচয়ের গোপন কথা ফাঁস করলেন ভিকি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় জুটি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফের ব্যক্তিজীবন বরাবরই ছিল আড়ালে। প্রেম থেকে বিয়ে—সবই হয়েছে নিভৃতে। সন্তানের জন্মের পর এবার স্ত্রী ক্যাটরিনাকে নিয়ে প্রথমবার খোলামেলা কথা বললেন ভিকি।

সম্প্রতি তিনি ‘টু মাচ উইথ টুইঙ্কল অ্যান্ড কাজল’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে জানান, কীভাবে তার জীবনে আসেন ক্যাটরিনা। ভিকির জানায়, তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। সেখানে তিনি সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন, আর ক্যাটরিনা মঞ্চে পারফর্ম করছিলেন। ব্যাকস্টেজে অভিনেতা সুনীল গ্রোভার তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ভিকি বলেন, “মঞ্চে ‘ছিকনি চমেলি’ গানে ওর সঙ্গে নাচ করেছিলাম। পরে ব্যাকস্টেজে দেখা হতেই ক্যাটরিনা আমাকে শেখাতে শুরু করল, কীভাবে সঞ্চালনা করতে হয়—যদিও তখন আর কিছুই করার ছিল না, শুধু ‘গুড নাইট’ বলাটাই বাকি।”

এটাই ছিল প্রথম আলাপ। এরপর আরেকটি পুরস্কার অনুষ্ঠানে দ্বিতীয়বার দেখা হয় তাদের। সেখানেই এক স্ক্রিপ্টেড পর্বে মজার ছলে ক্যাটরিনাকে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে ফেলেন ভিকি। তিনি বলেন, “আমি মঞ্চে বলেছিলাম, ‘ক্যাটরিনা, তুমি কেন ভিকির মতো একজন ভালো মানুষকে বিয়ে করছ না?’ তখন আমরা কেউই কাউকে ডেট করছিলাম না। কিন্তু মুহূর্তটাই ভাইরাল হয়ে যায়।”

মজার সেই পর্ব থেকেই ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনে শুরু হয় তাদের সম্পর্ক। কিছুদিন গোপনে প্রেমের পর ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ে করেন তাঁরা। পরিবার ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় বিবাহ।

এরপর থেকে সংসার গুছিয়ে নিয়েছেন ভিকি-ক্যাটরিনা। সম্প্রতি তাদের সংসারে এসেছে নতুন সদস্যও। এখন আর আগের মতো লুকোচুরি নয়, ব্যক্তিজীবন নিয়েও খোলামেলা হতে দেখা যায় ভিকি কৌশলকে।

শিশু দিবসে নতুন রূপে শাহরুখ খান, সঙ্গে থাকছেন কে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গিনেস বুক থেকে দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা - কোথায় নেই বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান? অভিনয়ের মাধ্যমেই সারা বিশ্বে তার নাম ছড়িয়েছে। এবার শাহরুখ খানের নামে আস্ত অট্টালিকা তৈরি হতে চলেছে! সৌজন্য প্রথমসারির এক স্থাপত্য সংস্থা। শিশু দিবসেই মুম্বাইয়ের এক পাঁচতারকা হোটেলে সেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।

এ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে গত এক সপ্তাহ ধরে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। তবে সেই সময় তারকার নাম প্রকাশ করা হয়নি। বৃহস্পতিবারও তারকার নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। কেবল তার একটি অস্পষ্ট ছবি সামনে আনতেই চওড়া হাসি অনুরাগীদের মনে। ছবি যতই অস্পষ্ট হোক, আদল দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি কারও। এরপরেই বলিউডে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, অট্টালিকার নাম ঘোষণায় নাকি শাহরুখ খানের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ানও! তিনিই সম্ভবত এই অভিনব ভাবনার নিবেদক। প্রসঙ্গত, এই প্রথম কোনো বলিউড অভিনেতার নামে বিলাসবহুল অট্টালিকার নাম রাখা হচ্ছে।

বিরলতম ইতিহাসের নজির ভারত: প্রথম "দৃষ্টিহীন মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ"- এ চ্যাম্পিয়ন ভারত

অপরাজিত যাত্রা: পুরো প্রতিযোগিতা ধরে ভারত একটিও ম্যাচ হারায়নি, যা দলগত পরিকল্পনা এবং মানসিক দৃঢ়তার প্রতিফলন

(প্রথম পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলম্বো, ২৩ নভেম্বর, চিফ রিপোর্টার— দৃষ্টিহীন মহিলাদের ক্রিকেটে এক স্বপ্নের অধ্যায় লেখা হল। শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত প্রথম "Women's T20 Blind Cricket World Cup"-এর ফাইনালে নেপালকে সাত উইকেটে হারিয়ে ভারতে নতুন ইতিহাস গড়ল — ভারতীয় দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট দল পুরো টুর্নামেন্ট- এ নির্ধারিত পথেই এগিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, একটি ম্যাচও হাত ছাড়া করেনি।

নির্ভুল পরিকল্পনা ও কঠোর প্রশিক্ষণের ফল:

ভারতীয় দল টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই একগুঁয়ে, মনোবল-প্রচুর শক্তি ও সুসংগঠিত মনোভাব দেখিয়েছে। কোচ এবং সমর্থক-দল একসঙ্গে কাজ করেছেন, যাতে প্রতিটি খেলোয়াড় দৃষ্টিহীন ক্রিকেটের বিশেষ নিয়ম ও কৌশল পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল গভীর আত্মবিশ্বাস আর দলগত একতা নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে।

গ্রুপ থেকে কিভাবে ফাইনালে: একরোখা দাপট:

টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল মোট ছয় দল — ভারত, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সেমিফাইনালেও ভারত অস্ট্রেলিয়াকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছিল:

ফাইনালে নেপালকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়ে তারা পেয়েছিল শক্ত ব্যাটিং চ্যালেঞ্জ, কিন্তু ডিসিপ্লিনড বোলিং এবং চাপে রাখার কৌশল কাজে লেগেছিল এক্ষেত্রে।

চূড়ান্ত জয়: সংগ্রাম ও উল্লাস

ফাইনালে গিয়ে নেপাল তাঁদের ম্যাচ ২০ ওভার শেষে ১১৪/৫ রানে থামায়। ভারত জবাবে মাত্র ১২.১ ওভার খেলেই ৩ উইকেটে ১১৭ রান তুলে জয়ের লিড ভেঙে ফেলে।

ম্যাচের সেরা:

ওপেনার ফুলা সারেন ছিলেন আজকের উজ্জ্বল নক্ষত্র— মাত্র ২৭ বলেই অপরাজিত ৪৪ রান করেন, চারটি বাউন্ডারি মারেন। তার সঙ্গে ব্যাটিং মানসিকতা, ধৈর্য এবং একাগ্রতা পুরো দলকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে।

সারেনকে তার অসামান্য পারফরমেন্সের জন্য "Player of the Match" উপাধি দেওয়া হল। তিনি ট্রফি নেওয়ার সময় জানান; "আমরা শুধুমাত্র একটি দল নই — আমরা এক পরিবারের মতো। আমাদের দৃষ্টিহীনতা আমাদের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং আমাদের শক্তি।" তাঁর এই আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা পুরো দলকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

ক্রীড়া চেতনায় উদাহরণ:

দৃষ্টিহীন ক্রিকেটে বল ছোঁয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ প্লাস্টিক বল, যার ভিতরে বিয়ারিং থাকে, যাতে বল করার সময় শব্দ করে — খেলোয়াড়রা সেই শব্দ শুনে বলের গতিবিধি বুঝতে পারেন।

এছাড়া, ফিল্ডাররা নিজের অবস্থান জানাতে হাত তালি দিয়ে "দিক নির্দেশ" করে, এবং ব্যাটসম্যান বল পড়ার আগে "প্লে" শব্দ শুনে প্রতিক্রিয়া দেয় — এগুলো সবই এক নতুন কাব্যিক চিত্র গড়ে তোলে মঞ্চে।

গুরুত্ব আর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গ:

ঐতিহাসিক জয়: এটি প্রথম "Women's T20 Blind World Cup" — এবং বিশ্বে ভারতই প্রথম "চ্যাম্পিয়ন" দেশ হিসাবে গিনেজ বুক অব রেকর্ডস এ নাম তুলল।

উদাহরণ গড়ল: এই জয় শুধুমাত্র একটি ট্রফি নয় — এটি দৃষ্টিহীন খেলোয়াড়দের জন্য প্রেরণা, মেয়েদের জন্য সমতার বার্তা, এবং দৃষ্টিহীন ক্রীড়ার ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে স্বীকৃতি: সাফল্য ভারতকে দৃষ্টিহীন মহিলাদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে টুর্নামেন্ট আরও বড় হতে পারে — আরও দেশ, আরও সমর্থন, আরও উৎসাহ।

ভারতের দৃষ্টিহীন মহিলা দল এক অনন্য অধ্যায় লিখেছে — না শুধুমাত্র তাদের জন্য নয়, বরং পুরো উপমহাদেশ আজ সাক্ষী থাকল দৃষ্টিশক্তিহীন খেলোয়াড় সমাজের জন্য। আবারও প্রমাণ হল, যত বড় প্রতিবন্ধকতা নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে আসুক না কেন; শক্তিশালী পরিকল্পনা, দৃঢ় মানসিকতা এবং একতার সঙ্গে যে কোনো স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তব করা সম্ভব। ভবিষ্যতে আরও বড় সুযোগ অপেক্ষা করে আছে এদের জন্য— এবং আজকের এই বিশ্বকাপ জয় সেই পথেরই উজ্জ্বল সূচনা।

আড়ালের কারিগর যিনি:

মীনাক্ষী লেখি

সভাপতি, আয়োজক কমিটি

প্রথম মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৫ - অন্ধদের জন্য ক্রিকেট

মীনাক্ষী লেখি, একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং সামাজিক আইনজীবী, যিনি নারী অধিকার, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য তার কাজের জন্য ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। একজন অভিজ্ঞ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং একজন প্রভাবশালী জননেত্রী, তিনি তার কর্মজীবনকে বাধা ভেঙে নারীদের জন্য সুযোগ তৈরিতে উৎসর্গ করেছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির প্রতি তার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি, অন্ধদের জন্য ক্রিকেটের প্রতি তার সমর্থন - বিশেষ করে মহিলাদের ক্রিকেটের উপর জোর দিয়ে - এবং সমর্থনম-এর সাথে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য তাকে প্রথম মহিলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৫ - অন্ধদের জন্য ক্রিকেটের সভাপতিত্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

আইন, শাসন এবং জনজীবনে উৎকর্ষ সাধনকারী একজন মহিলা নেত্রী হিসেবে, মীনাক্ষী লেখি এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্টটি উদযাপনের জন্য যে স্থিতিস্থাপকতা এবং কৃতিত্বের কথা বলে তা মূর্ত করে। তার নেতৃত্ব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মহিলা ক্রিকেটারদের কণ্ঠস্বর এবং প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয়।

বাধা ভেঙে সুযোগ তৈরি করা ভারতে ৭৮ লক্ষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাস করেন, যা বিশ্বের ৩ কোটি ৯০ লক্ষ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার ২০%। অন্ধদের জন্য ক্রিকেট কেবল একটি খেলা নয় - এটি এমন একটি আন্দোলন যা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের তাদের প্রতিভা এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শনের

ক্রমশঃ

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR